প্রাদেশিক ভাষা, রাজভাষা এবং ব ঙালিমন

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন আর কাছাড়ে একষট্টি সালে এগারোজন বাঙালির গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারানো বছরে অন্তত দুবার বাঙালি মনটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আর উনিশে মে তারিখ দুটো কাছাকাছি এলেই মাথায় ভিড় করে কতকগুলো ভাবনা - চিন্তা । একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখের ঠিক দু-মাস আগে একুশে ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় এক সঙ্গে দুটো খবর পাশাপাশি ছাপা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী এবং জ াতীয় আন্দোলনে হিন্দির ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দুঃখ করেছেন, হিন্দির কথা অনেক বলা হয়, কিন্তু হিন্দিতে কথা বলা হয় কম। এটি দুটির একটি খবর। দ্বিতীয় খবর, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সাঁওতালি, হো, মুণ্ডারি, কারমালি, কারিয়া, নাগপুরি প্রভৃতি আদিবাসী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি কর্মচারিদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারি কর্মচারিরা সরাসরি কথা বলতে সক্ষম হয় এবং দোভাষীর সাহ ায্য না নিতে হয়। এছাড়া, পশ্চিম বাংলার এবং উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর জন্যে যথাক্রমে বাংলা এবং ওড়িয়া ভ াষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিচ্ছেন সে রাজ্যের সরকার। প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপের ঠিক ঠিক জবাব দেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধর া এই দ্বিতীয় খবরটি।

প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ আমাদের কাছে আশঙ্কার সামিল। হিন্দিতে কথা বলা হয় কম, অর্থ কী? হিন্দিভাষাভাষীরা কিআজক াল অন্য ভাষায় কথা বলছে? নাকি টিভির কল্যাণে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত আস্তানায় হিন্দির দাপট চাড়িয়েদেওয়া সত্ত্বেও অহিন্দিভাষীদের মুখের বুলি রাজভাষার চকমকি পাথরে জ্বলে উঠছে না, প্রধানমন্ত্রীর দুঃখ এই ?

ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ (১) ধারায় দেবনাগরী অক্ষরের হিন্দি ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ভাষা বলা হয়েছে। ৩৪৩ (২) ধারায় সংবিধান চালু হবার পর পনের বছর পর্যন্ত ইংরেজিকেও সমমর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে ৩৪৩ (৩) ধারায় নির্দিষ্ট, পার্লামেন্টের ক্ষমতাবলে সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজির চালু থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাজের ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দির বিকল্প হিসাবে রাজ্যে চ ালু অন্য ভাষায় সরকারি কাজ চালানোর কথা সংবিধানের ৩৪৫ ধারায় বলা আছে। প্রাদেশিক ভাষা বাংলা, গুজরাটি, অসমিয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু, মারাঠি, মালয়ালাম, কানাড়া, কাশ্মীরি, ওড়িয়া ইত্যাদি এবং এছাড়া সংস্কৃত, উর্দু সরকারস্বীকৃত ভাষা হিসাবে ভারতবর্ষে সহাবস্থান করছে। এহেন ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। সংবিধানের অষ্টম তপসিলে পরবর্তীকালে আরও অন্য ভাষাকেও স্বীকৃতি দিতে হয়েছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ কাদের ঘিরে? হিন্দি বলয়ে লো াকসংখ্যা কমে যাচ্ছে কোনও হিসাবে এ কথা নিশ্চয়ই উঠে আসবে না। তাহলে? হিন্দি বলয়ে কি এখন আংরেজি বলার ধূম পড়েছে? নাকি অষ্টম তপসিলে নিজের মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্তিতে তৃপ্ত থেকে এই ভারতবর্ষকে এখনও যারা নিজের দেশ মনে করছে তাদের মাথার মধ্যে বুলডজার পুরোদমে ছুটিয়ে দিতে না পারায় তিনি হতাশ?

ইংরেজি বিদেশি ভাষা, ও ভাষায় কথা বললে গা থেকে কেমন ত্রীতদাস ত্রীতদাস গন্ধ নির্গত হয়। তাই এদেশি ভাষার কদর হবার প্রয়োজন এবং সেই এদেশি ভাষা মানে অবশ্যই গাভীপ্রণয়বলয়ের হিন্দি ভাষা। কোনও ভাষার সঙ্গে শত্রুতা বাঞ্ছনীয় নয়। সব ভাষা থেকেই শব্দচয়ন করার রেয়াজ আছে। সব ভাষার সুসাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে অন্যভাষাভাষীর কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এক ভাষা আর এক ভাষাভাষীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে আপত্তি উঠবে বৈ কী। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন এক্স্প্রেসে যাত্রী সংরক্ষণ তালিকা শুধুমাত্র হিন্দিতে ছাপিয়ে টাঙানো হয়েছে এ তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আংরেজি আর সরকারি কাজের ভাষা নেই এমনটা নয়। তাহলে যে তালিকা ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিতেও এতদিন তৈরি হয়ে এসেছে হঠাৎ শুধু হিন্দি ভাষায় তা প্রকাশ করার এই বেপরোয়া সিদ্ধান্তটি কার? এ তো জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনকে জড়িয়ে এমন একটা কাণ্ড? শান্তিনিকেতনে এদেশের বা বিদেশের যত যাত্রী যাতায়াত করেন তাঁরা সবাই হিন্দি জানেন ধরে নিতে হবে নাকি শান্তিনিকেতন যাত্রা করতে হলে এখন থেকে হিন্দি শিখে নিতে হবে? অন্য ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কম ছিল না বলাই বাহুল্য। তবে কোনও এক শ্রেণির লোকের ইচ্ছে অনুযায়ী বৃহত্তর জনসংখ্যার উপর কোন ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেবার এই স্বেচ্ছাচারিতা প্রত্যক্ষ করতে হলে রবীন্দ্রনাথ একাই যে একটা ভাষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন এও অতিশয়োক্তি নয়। ঝিভারতীর আচার্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি হিন্দি ভাষার কবি, হিন্দি প্রেমী, বিদেশমন্ত্রী থাকাকালীন সোভিয়েট রাশিয়ায় হিন্দিতে বক্তৃতা দিয়ে ভারতে অনেকের হাততালি কুড়িয়েছেন। এহেন প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্যেই হোক অথবা অন্য উদ্দেশ্যে, যাঁর বা যাঁদের মদতে এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটল, তাঁরা যে নির্বোধ তাতে সন্দেহ নেই। এই বহু ভাষার ভারতবর্ষে, বহু জাতির ভারতবর্ষে, বহু মতের ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে তুলতে তাঁদের এই পদক্ষেপ যে ইন্ধন জোগাবে তা বুঝি বোঝার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। হিন্দি ভাষা কি একটা প্রাদেশিক ভাষার বেশি অধিকার সত্যিই দাবি করতে পারে ? গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি আদি অষ্টম তপসিলে অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি অবশ্যই হিন্দি নয়। তাহলে হিন্দি কোন অঞ্চলের ভাষা? সত্যি বিচারে মূলতঃ তিনটি রাজ্যের -- উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ আর বিহার। পূর্বাঞ্চলে, দক্ষিণাঞ্চলে যাঁরা বাস করেন তাঁরা তো অভারতীয় নন। তাহলে তাঁরা এই হিন্দির অত্যাচার বা দাপট সহ্য করবেন কোন্ দুঃখে ?

ঘর পোড়া গ সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বাঙালির অবস্থা তো আসলে তাই। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দু স্বীকৃত হয়েছিল যদিও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিজনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার তুলনায় ছিল বেশ কয়েকগুণ বেশি। তাই নিয়ে মাতৃভাষার জন্যে বাঙালির আন্দোলন, আন্তর্জাতিক প্রচারের পাদপ্রদীপে আসা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, রক্তক্ষয়ী একুশে ফেব্রুয়ারি এখন সর্বজনবিদিত। তুলনায় ১৯৬১ সালের উনিশে মে শিলচরে বাঙালি নরনারীর মিছিলের উপর অসম পুলিশের গুলিবর্ষণ যার ফলশ্রুতিতে কমলা ভট্টাচার্য, কুমুদদাস, শচীন পাল, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী, সুকমল পুরকায়স্থ, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, বীরেন্দ্র সূত্রধর, হিতেশ ঝিাস, সত্যেন্দ্র দেব-- এই এগারটি তাজা প্রাণের আত্মোৎসর্গ আজ প্রায় বিস্মৃত অধ্যায়। তখনকার কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, মিছিলে জমায়েত মানুষদের উপর যে সময়ে অত্যাচার চলছিল তখন 'বাঙালিকে শেষ করব', 'বাঙালিকে আসাম থেকে তাড়াব' এই সব আস্ফালন ছুটে আসছিল হিন্দি ভাষায়। কারা সেই আস্ফালনকারীর দল ইতিহাস সম্ভবতঃ সে হিসাব রাখেনি। বরাক উপত্যকায় ১৯৫১ সালের জনগণনায় বাঙালির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। গণতন্ত্রের শর্ত উপেক্ষা ক'রে বাংলা মাধ্যমে পড়া নিষিদ্ধ ক'রে ১৯৬১ সালের জনগণনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যখন বাঙ্গালি জনসংখ্যাকে কমিয়ে দেখান হল, বাঙ্গালির জমি 'অসমিয়া' 'খাসি', 'গারো' দের মধ্যে বিলিবন্টন ক'রে দেওয়া হল এমন কি বাঙালির স্বাধীন ব্যবসাতেও নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হল, তখন পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ভাষাগত অধিকারের দাবিতে বাঙালি এক হতে চেয়েছিল । কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক থেকে এগারোটি মৃতদেহ নিয়ে মৌন মিছিল বেরিয়েছিল। জাতীয় স্তরে কমিশন বসার পর ভাষাগত বৈষম্য দূরীকরণে লালবাহাদুর শাস্ত্রীয় তত্ত্বাবধানে কিছু সদর্থক পদক্ষেপের সূত্রপাত ঘটলেও বাস্তবে কিছুই প্রযোজ্য হয়নি। ১৯৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১ সালে এবং পরবর্তী সময় জুড়ে সেসব ঘটনা আজ ইতিহাসে গুত্ব না পাওয়া অধ্যায়। এযুগের শিকড়বিস্মৃত বাঙালিপ্রজন্মর কাছে অজানা অধ্যায়।

ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয় বহু ভাষার আর এক দেশ চিন। পুতংহুয়া, মান্দারিন, কান্তোনিস, আময়, হাক্কা, ঊ, ফুঝয় এই ধরনের অনেক আঞ্চলিক ভাষা সে দেশে। সে দেশের একটা সুবিধে ছিল, চল্লিশ হাজারের উপর সাংকেতিক চিহ্ যা দিয়ে সে দেশের বর্ণমালা গঠিত হোত তার কোনও চিহ্ই শব্দ বা ধবনি প্রকাশ করত না, করত ভাবপ্রকাশ। ফলে এই বর্ণমালা সবার, কোনও বিশেষ অঞ্চলের নয়। ছ'বছর বিদ্যালয়শিক্ষার শেষে একটি ছাত্র বা ছাত্রী গড়ে মাত্র দুহাজার সাংকেতিক চিহ্ শিখতে পারত। বর্ণমালার এই বিশৃঙ্খল অবস্থার বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার ক'রে গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে শু হল নতুন সাক্ষরতা অভিযান। হাজার দুয়েক সরলীকৃত সাংকেতিক চিহ্ অনুভূমিক রেখায় বাঁদিক থেকে ডানদিকে লেখার প্রচলন হল। সমগ্র চিন জুড়ে যা লেখা হয় সব অঞ্চলের অধিবাসী নিজের নিজের মাতৃভাষায় তা বুঝে নেন। প্রদেশে প্রদেশে ভাষার আদান প্রদান করতে কারও মাতৃভাষা খাটো প্রতিপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে ভাষা নিয়ে এমন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা কোথায়? এখানকার হিন্দিপ্রেমীরা পরিবর্তে ভারতবর্ষটাকে প্রধানতঃ তাদেরই মনে করে। তাই এদেশে দূরদর্শনে ক্রিকেট বা অন্য খেলার সম্প্রচার হয় ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিতে। খেলা না দেখে ছেলে- ছোকরা এমনকী বুড়োরাও যাবে কোথায় ? অতএব মাথার মধ্যে হিন্দি চারিয়ে দেবার এই তো সুযোগ। এই বহুভাষাভাষীর ভারতবর্ষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা সত্যিই কিছু হতে পারত কিনা তাই নিয়ে ভাবনা-চিন্তার তোয়াক্কা না ক'রে প্রাদেশিক হিন্দি ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেবার এই প্রচেষ্টা অবশ্যই ভারতবর্ষের অখন্ডতা রক্ষার পরিপন্থী।

সংস্কৃত আর্যদের তৈরি ভাষা। আর্যরা এদেশে আসার অন্তত এক হাজার বছর আগে সিন্ধুসভ্যতা যাদের হাতে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিকরা মনে করেন সেই সভ্যতার কারিগররা এদেশের মাটিতে বহুকালের বাসিন্দা। এও মনে করা হয় দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতি এবং তাদের সংস্কৃতির দিকে তাকালে সিন্ধু সভ্যতার কারিগরদের সঙ্গে তাদের মিলপাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্যাপিরাস, পোড়ামাটি ও পাথরের বুকে লিখিত বিবরণ পাঠ ক'রে পন্ডিতরা মিশর বা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার ইতিহাস যেমন রচনা করতে পেরেছেন সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর বা বিভিন্ন পাত্রের গায়ে খোদাই করা লিপির পাঠোদ্ধার তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। তাই আর্যপূর্ব কোনও গ্রহণযোগ্য ভারতবর্ষীয় ভাষা প্রত্নতত্ত্বে ধরা দেয় নি। আর্যদের ভারতবর্ষে অবস্থানকালে উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে কিছু কিছু অনার্য ভাষা চালুছিল। কিন্তু তাদের পার স্পর্য খুঁজে পাওয়ার অসুবিধে হেতু বিজ্ঞানসম্মত ভাষা এবং সাহিত্যের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতরপ্রাচীনত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাহলে কি সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রহণযোগ্য সর্বজনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকেমেনে নেওয়া সমীচীন? এটা বোধহয় আর সম্ভব হবে না। সংস্কৃত ভাষায় উচচাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, সে ভাষা আজকের বহু প্রাদেশিক ভাষার জননী হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার বিদ্ধে সব থেকে বড় অভিযোগ, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ মায় যাগ-যজ্ঞ-পুজোআর্চার হিন্দুমন্ত্রে, সে ভাষা ব্যবহৃত। ফলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এভাষার ব্যবহার মানে হিন্দু ধর্মের ভাষাকে বহু ধর্মের মানুষের দেশ ভারতবর্ষে চাপিয়ে দেওয়া। অতএব এ পথ বর্জনীয়।

মজার কথা, কট্টর হিন্দুয়ানার পথ ধ'রে যারা ভারতবর্ষটাকে পকেটে পোরার স্বপ্ন দেখছে, সংস্কৃতকে মৃত ভাষা বানানোয় তাদেরও আপত্তি নেই। কে ব'সে ব'সে শব্দরূপ, ধাতুরূপ মুখস্থ করে? মোদ্দা ফল, ডান, বাম পুব, পশ্চিম সব পথের পথিকই-এ ভাষার নির্বাসনে একমত। তাহলে আর কোন্ ভাষা? উর্দু? কিন্তু তার গায়েও যে ধর্মের গন্ধ। আংরেজি? আপাতত মেনে নিতে হলেও ভুললে চলবে না ওটা বিদেশি ভাষা? অতএব হিন্দি কারণ ওটাই নাকি বেশি লোক বলতে পারে, বেশি লোক বোঝে।

যে একুশে ডিসেম্বরের কথা দিয়ে এ লেখা শু হয়েছিল সেই তাড়িখের খবরের কাগজে আরও একটা খবর ছাপা হয়েছিল। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় তহবিল একশো বিলিয়ন ডলারের অঙ্ক ছাড়িয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অনেকে খেয়াল রাখেন কিনা জানা নেই, তথ্য প্রযুক্তির বাজারে ভারতের সফ্ট্ওয়্যার ইত্যাদির রপ্তানিকে ঘিরে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তির অঙ্ক বেশ মোটা। ভারতের বরাতে এটি ঘটার পিছনে ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মেধা একদিকে যেমন কাজে লেগেছে, একই সঙ্গে তাদের ইংরেজিজ্ঞান তাদের এ কাজে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে। এ দেশের থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে

বহুকাল ধ'রে অনেক এগিয়ে ছিল বিশ্বের যেসব দেশ, এই মহাদেশের জাপান যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, তাদের অনেকেই ইংরেজি শেখার তোয়াক্কা না ক'রে নিজেদের ভাষায় কম্পিউটার বিপ্লব কতনা কাণ্ড আগেই ঘটিয়েছে। কিন্তু তাদের ভাষা কতজন বোঝে ? তাই তাদের পসরার বাজার কোথায়? তুলনায় ইংরেজি জানা এদেশের ছেলেমেয়েদের বাজার দর বেশি। তাদের তৈরি কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার তাই অনায়াসে বিদেশে চাহিদা বাড়িয়ে প্রভূত পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অ াহরণে সাহায্য করেছে। ইংরেজি জানা এদেশের এই ছেলেমেয়েরা বলতে মনে করার কোনও কারণ নেই, শেক্‌স্‌পীয়র, শেলী, কীট্‌স, বায়রণের ভাষায় এদেরে মুখে খই ফোটে।এদের মধ্যে অনেকেই নেহাৎই কাজ চালানর মতো ইংরেজি জ্ঞ ানসম্পন্ন। তাতেই জয় জয়কার, সে কথা ভুললে চলবে না।

এদেশে যে রাজনীতিবিদরা দুদশকের বেশি সময় ধ'রে উদার অর্থনীতির প্রবক্তা তাঁদের রাজনৈতিক দলগুলি ঝিজুড়ে মুক্ত ব াজার খুলে যাওয়ায় নিশ্চয়ই তৃপ্ত। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ায় ইউরোর কায়দায় সর্বত্র এক মুদ্রা চালু করায় আগ্রহী। তাহলে ভাষার ক্ষেত্রে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা ইংরেজির পথ রুদ্ধ করে হিন্দির প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা কী জন্যে? ইংরেজি শিখতে কষ্ট? হ্যাঁ ঠিকই, কারণ "এ লেড়কী যাতা হ্যায়" বললে অহিন্দিভাষীর মাথা কাটা যায় না, অথচ সেই লেড়কীকে ইংরেজিতে 'হি' বলে ফেললে কালী ঠাকুরের মতো জিভ বেরিয়ে আসে। হিন্দি বলার ক্ষেত্রে অহিন্দিভাষী জানে তার লক্ষ্য ভাবের আদান প্রদান, কিন্তু ইংরেজি বলতে গেলে তার মাথায় আরও অন্য একরাশ চিন্তা। গোলমালটা এখান থেকেই আসলে শু। আর একটা কথা, হিন্দি এমনকী এদেশের হিন্দিবলয়ের সব দেহাতী লোকেরও ভাষা নয়। "ভ াগল পুরমেরী জিলা হইছে, লছমীনারায়ণ মেরে নাম হো" এই ব'লে যে লোকটি নিজের পরিচয় দেয় সে কি হিন্দি বাত্‌ বলে? অথচ সে বিহারের বাসিন্দা। আর হিন্দি বুঝতে পারা? চবিবশ ঘন্টা প্রচার ক'রলে অন্য ভাষা লোকে বুঝতনা একথ া হলফ করে বলা যায় কি ? কলকাতায় বাস করা তামিল জাতির মানুষ বাংলা অনর্গল বলছে অথবা চেন্নাইতে থাকা ব াঙালি গড়গড়িয়ে তামিল বলছে কীভাবে? কোনও রকমপ্লটে পেন্সিলের ব্যবহার ছাড়াই এবং স্রেফ শুনে শুনে।

Discovery of India গ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য এবং ঐক্যের বর্ণনা করতে গিয়ে জওহরলাল বলেন, 'It is fascinating to find how the Bengalis, the Marathas, the Gujratis, the Tamils, the Andhras, the Oriyas, the Assamese, the Canarese, the Malayalis, the sindhis, the Punjabis, the Pathans, the Kashmiris, the Rajputs, and the great central block comprising the Hindustani-speaking people, have retained their peculiar characteristics for hundreds of years, have still more or less the same virtues and failings of which old tradition or record tells us, and yet have been throughout these ages distinctively Indian, with the same national heritage and the same set moral and mental qualities." এই কথাগুলো পড়তে ভাল, ভাবতে ভাল ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের অখন্ডতা রক্ষার ভার যে র াজনীতিবিদদের হাতে তাদের মুখে এই ধরনের বুলি ফাঁকা আওয়াজ না মনে হয়। জনগণমনঅধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা যদি শুধুই হিন্দির ধবজা তুলে ধরেন তবে সমস্বরে তাঁর'জয় হোক' গেয়ে উঠতে পারবে পঞ্জাবসিন্ধুগুজরাটমারাঠাদ্রা বিড়উৎকলবঙ্গ আদি সমস্ত প্রদেশ একথা মেনে নেওয়া সহজ নয়।

ভয় হয়, ক্রমাগত হিন্দির দৌরাত্ম্য সহ্য করতে করতে একদিন এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দি বিরোধী আগুন না জ্বলে ওঠে ! যদি তা হয় তবে ভারতবর্ষের অখন্ডতার পক্ষে সেটা হবে ঘোর অমঙ্গলজনক। সুতরাং হিন্দি ভাষার যথোপযুক্ত প্রয়োগ বিষয়েক আলোচনা সরকারি, বেসরকারি মহলে নতুন করে শু হোক যাতে এ ভাষার নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের ফলে এ ভাষার প্রতি জনমানসে বিতৃষ্ণা না জন্মায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com